দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 AUG 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

প্রবেশপত্র মেলেনি ২৫৩ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারল না

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ময়মনসিংহ, ১ আগস্ট।–যথারীতি ফরম পূরণ করা সত্ত্বেও ত্রিশাল নজরুল কলেজের ২৫৩ জন ছাত্র–ছাত্রীর ভাগ্যে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়া সম্ভব হয়নি। এসব ছাত্র–ছাত্রীর জীবন থেকে ঝরে গেল মূল্যবান ২টি বছর। এ নিয়ে ছাত্র–ছাত্রী ও অভিভাবক মহলে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, এ বছর নজরুল কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্যে দু'পর্বে ৭৪৯ জন ছাত্র–ছাত্রীর ফরম বোর্ডে জমা দেয়া হয়। বোর্ড এর মধ্যে ৪৯৬ জন ছাত্র–ছাত্রীর প্রবেশপত্র কলেজে পাঠায়। বাকি ২৫৩ জন ছাত্র–ছাত্রীর ফরম বোর্ড সর্বশেষ সময় পার হওয়ার পর দাখিল ও রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত জটিলতার কারণে বাতিল করে দেয়। এ জন্য ২৫৩ জন ছাত্র–ছাত্রীর প্রবেশপত্র কলেজে পাঠানো হয়নি বলে সূত্র জানায়। এ ব্যাপারে কলেজের প্রিন্সিপাল আঃ রশিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কলেজের ২৫৩ ছাত্র–ছাত্রীর এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন।

প্রিন্সিপাল জানান, ফরম পূরণের সর্বশেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যারা ফরম পূরণ করে জমা দিয়েছে তারা যথারীতি প্রবেশপত্র পেয়ে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। নির্ধারিত তারিখের পর যারা ফরম পূরণ করেছে তাদের দায়দায়িত্ব তিনি

(৫–এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রবেশপত্র মেলেনি ঃ২৫৩ ছাত্র–ছাত্রী

নেননি। দেরির জন্য এটা ঘটেছে বলে তিনি জানান। তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উথাপন করা হয়েছে তিনি এসবের সত্যতা অস্বীকার করেন। প্রিন্সিপাল জানান, যে ২৫৩ ছাত্রছাত্রী এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি তাদের টাকা–পয়সা ২/১ দিনের মধ্যেই ফেরত দেয়া হবে।

এদিকে পরীক্ষা বঞ্চিত ভাগ্যাহত ছাত্র–ছাত্রী ও অভিভাবকদের অভিযোগ, বোর্ডে ২৮ ফেব্রুয়ারী ফরম জমা দেয়ার তারিখ যদি সঠিক হয় তাহলে ২৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ফরম পূরণ করার পরও হাতে ৪ দিন সময় ছিল। ২৪ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে যেসব ছাত্র–ছাত্রী ফরম পূরণ করতে পারেনি ২৫ ফেব্রুয়ারী এদের অনেকেই ফরম পূরণের জন্য কলেজে গিয়ে প্রিন্সিপালকে না পেয়ে ফিরে যায়। কিন্তু দেখা যায় ২৫ ফেব্রুয়ারী সকাল থেকেই প্রিন্সিপাল কলেজে অনুপস্থিত। ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী যদি বাকি ছাত্র–ছাত্রীদের ফরম পূরণের সুযোগ দেয়া হতো তাহলে ভাগ্যাহত ২৫৩ জনের অধিকাংশই অংশ নিতে পারত। প্রিন্সিপালের কলেজে অনুপস্থিতির জন্য এ সুযোগ নেয়া সম্ভব হয়নি বলে ছাত্র–ছাত্রী ও অভিভাবক মহল অভিযোগ করেন।

ছাত্র–ছাত্রীরা জানান, ২৪ ফেব্রুয়ারীর পর প্রিন্সিপালকে কলেজে না পাওয়ায় তারা মারাত্মক অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে বিষয়টি কলেজ গভর্নিং বডি, স্থানীয় এমপি, টিএনওসহ স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিবর্গকে জানান। তারা বাকি ছাত্র–ছাত্রীদের ফরম পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রিন্সিপাল সাহেবকে অনুরোধ করেন। জেলা প্রশাসকও এক চিঠিতে ফরম পূরণের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানান। তারপরেও প্রিন্সিপাল গড়িমসি করে সময়ক্ষেপণ করে অবশেষে ২৮ ফেব্রুয়ারী ফরম পূরণ করার ব্যবস্থা নেন।

তারা আরও অভিযোগ করেন, ফরম পূরণের ৫ দিন পর অর্থাৎ ৬ মার্চ কেরানীর মাধ্যমে বোর্ডে ফরম দাখিল করা হয়। প্রিন্সিপালও ফরমে বেশ বিলম্বে দস্তখত করেন, যার জন্যে ফরম পাঠাতেও বিলম্ব হয় বলে ছাত্র–ছাত্রী ও অভিভাবকদের অনেকেই এ অভিযোগ করেন।

তারা অভিযোগ করেন যে, প্রিন্সিপাল গোড়া থেকেই বাকি ২৫৩ ছাত্র–ছাত্রীর ফরম গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে আসছেন। তার আরেকটি প্রমাণ ২৮ ফেব্রুয়ারী ২৫৩ জন ছাত্র–ছাত্রীর ফরম পূরণের পর তা ৬ মার্চ দাখিল করার মধ্য দিয়ে। এদিকে এ নিয়ে কলেজে মিছিল–মিটিংসহ বিভিন্নভাবে আন্দোলন চলে আসছে। এমন কি এটাকে কেন্দ্র করে প্রিন্সিপালের কক্ষে তালা ঝুলানোর ঘটনাও ঘটেছে ক'দিন আগে।

একই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা প্রিন্সিপালের পদত্যাগ দাবি করলে গত ১৭ জুলাই তিনি পদত্যাগ করেন। পরে অবশ্য তিনি জোরপূর্বক ছাত্ররা পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নিয়েছেন বলে কলেজের ৪ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে সম্প্রতি কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

এদিকে আজ সকালে বাংলা পরীক্ষা শুরুর আগে ক্যাম্পাসের বাইরে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। যারা এবারের পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি এসব ভাগ্যাহতদের ক'জনকে দুঃখভারাক্রান্ত অবস্থায় কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তাদের চক্ষু অশ্রুসজল। শিক্ষা জীবন থেকে ২টি মূল্যবান বছর হারানোর ব্যথা ওরা ভুলতে পারছে না।